যায়যায়দিন

তারিখ 6 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাধা অবকাঠামো, শিক্ষকদের মর্যাদা ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতা

এম মামুন হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে গিয়ে নানা জটিলতায় পড়েছে শিক্ষামন্ত্রণালয়। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে দেশের বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণের কথা বলা হয়েছে। তবে অবকাঠামো, শিক্ষকদের মর্যাদা এবং আর্থিক সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্বিন্যাসে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

দেশে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষায় ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০ হাজার নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুলে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান। মাদ্রাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তরে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, জুনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি পাস। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন স্কেল ধরা হয়। আর ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর শুরু হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিকে স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাস। আর বেতন কাঠামো দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করলে শিক্ষকদের মর্যাদা কি হবে এবং তাদের বেতন কাঠামো কিংবা শিক্ষকদের শিক্ষাগতযোগ্যতা কি হবে এ প্রশ্নগুলো সামনে চলে এসেছে। এছাড়া বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে রাতারাতি উন্নীত করতে গেলে স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ফলে শিক্ষক ও শ্রেণী কক্ষের সঙ্কট দেখা দেবে। প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি ও অর্থায়ন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর ষষ্ঠ

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা উঠলেই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তদারকি ও অর্থায়নে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করতে তিনটি বিকল্প পদ্ধতিকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এরমধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ধাপে ধাপে একটি করে শ্রেণীকে উন্নীত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে বস্তুবায়ন করা হবে। এ দুটি বিকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারের যে পরিমাণ অর্থ ও অবকাঠামোগত সুবিধা গড়ে তুলতে হবে তা নির্ধারিত সময়ের (২০১৮ সাল) মধ্যে সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্টরা মতামত দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের তৃতীয় বিকল্পটি হচ্ছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যমান শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণা করা। এতে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতার চাপ খুব একটা পড়বে না। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বজায় রেখেই এটিকে বাস্তবায়ন করা যাবে।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে তৃতীয় বিকল্পটিকেই গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে মনে করা হচ্ছে। সভায় এ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিয়ে আরো পর্যালোচনা ও মতামত নেয়া হয়েছে। তৃতীয় বিকল্পটির মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর পুনর্বিন্যাস করতে মতবিনিময়, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সেখানেই এ ব্যাপারে মতামত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটির সব সদস্যদের নিয়ে আরো বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদারকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে নতুন শিক্ষানীতি আলোকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীতকরণের কর্মকৌশল প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়।